

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪০৭৮

পর্ব-২০: শিকার ও যাবাহ প্রসঙ্গে (حناب الصيد والذبائح)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الْفَصلُ الْأُوَّلُ

আরবী

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْمَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

৪০৭৮-[১৫] উক্ত রাবী [জাবির (রাঃ)] হতে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করছিল। তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডল ে দাগ দেয়া রয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর লা'নাত যে তার মুখমণ্ডল ে দাগ দিয়েছে। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : সহীহ মুসলিম ৫৬৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্কী ১৩৬৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৯৩, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৫৪৯, ইরওয়াউল গালীল ৭/২৪২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ চেহারায় দাগ দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। যা হাদীস থেকে প্রমাণিত। আর মানুষকে দাগ দেয়া হারাম তার মর্যাদার কারণে। কেননা তাকে দাগ দেয়া নিস্প্রয়োজন। সুতরাং এভাবে তাকে কষ্ট প্রদান করা বৈধ নয়।

ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ দাগ দেয়া স্পষ্টভাবে হারাম। কেননা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ প্রদানকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর অভিশাপের দাবী হলো হারাম। আর মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চেহারা ব্যতীত যে কোন স্থানে দাগ দেয়া শাফি স মাযহাবের নিকটে কোন মতভেদ ছাড়া জায়িয। তবে যাকাত ও জিয্ইয়ার উটের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুস্তাহাবও নয় এবং নিষেধও নয়। (শারহুন নাবাবী ১৪শ খন্ড, হাঃ ২১১৭)



হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন